



পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ

পরিকল্পনা কমিশন দেশে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে তার অন্তর্নিহিত কিছু দুর্বলতা ও অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন। শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে যেসব জটিলতা বিরাজমান, সে সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন পরিকল্পনা কমিশন এবং এসব অসঙ্গতি ও জটিলতা দূর করার জন্য কিছু সুপারিশও করেছেন।

স্বল্প পরিকল্পনা কমিশন একই সঙ্গে অনার্স ও পাসকোর্সে চলু থাকায় গ্যাজেটের মধ্যে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তার অবসানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। কমিশন বলেছেন যে ডিগ্রী পর্যায়ে অনার্স কোর্সসমূহের শিক্ষাদানের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কলেজে ও কোর্সে চলু করার কঠিন চাপ রয়েছে।

এ ক্ষেত্রে কমিশনের প্রস্তাবঃ হয় দুটি শিক্ষাধারাকে অভিন্ন শিক্ষা ধারায় পরিণত করতে হবে অথবা দুটোর মধ্যে যথার্থ সমন্বয় সাধন করতে হবে। পরিকল্পনা কমিশনের এই প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত বলে আমরা মনে করি। অনার্স ও পাসকোর্সের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মজীবনে পাসকোর্সে উত্তীর্ণ ছাত্রদের নানারকম অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়।

পরিকল্পনা কমিশন একই বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষাদান ও অনুমোদনদান এই দ্বৈত দায়িত্বে নিযুক্ত থাকারও সমালোচনা করেছেন এবং উভয় দায়িত্বের জন্য পৃথক পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেছেন। এই অভিমত কেবল পরিকল্পনা কমিশনেরই নয় বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞও এই ধারণা পোষণ করেন।

কোন কোন কলেজে একই সঙ্গে মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকায় কলেজ প্রশাসনে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়ে থাকে পরিকল্পনা কমিশন তা দূর করার জন্য দুটি কোর্সকেই একটিমাত্র অনুমোদনদানকারী কর্তৃপক্ষের আওতায় আনার সুপারিশ করেছেন। বস্তুতঃ এই ধরনের কলেজগুলোকে একই সঙ্গে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যে গাষোগের ঝামেলা পোহাতে হয়, এক সময় অবশ্য ইন্টার-মিডিয়েট ও ডিগ্রী পর্যায়ের শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরই ন্যস্ত ছিল। তখন এই জটিলতা ছিল না আমাদের মতে এক্ষেত্রে শ্রবের পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়া যেতে পারে।

পরিকল্পনা কমিশন এছাড়াও শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যান্য দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং সুপারিশ পেশ করেছেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়ন ও বিভিন্ন সমস্যা দূর করার ব্যাপারে সেগুলো বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।